পরিবেশগত কারণে নদীর নাব্যতা কমেছে। মাছের পরিমাণ তাই অনিশ্চিত। বলতে গেলে, বছরের চার-পাঁচ মাস কাজ থাকে, সাত মাস বসে থাকতে হয়। ১৯৪৯-এ ধীবরেরা পীরগঞ্জ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রি করলেও হাইকোর্ট এর উপর ইনজাংশন জারি করে। এরপর আবার লড়াই। ধীবরেরা একতাবদ্ধ হয়ে তা উঠিয়ে নিতে বাধ্য করেন। বর্তমানে সমিতিই খাজনা আদায়ের কাজ করে। উদ্বেগ বা অনিশ্চয়তা তাদের কাছে শেষ কথা নয়। সীমিত সম্পদ নিয়ে এ যেন বেঁচে থাকার লড়াই।

সমিতিতে মেম্বারদের নিয়ে বোর্ড গঠন হয়েছে। নতুন মেম্বার করার কাজও চলছে। সোসাইটি মূলত মাছ ধরা ও খাজনা আদায়ের কাজ করে থাকে। ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে এই সমিতি। কার্যকরী সমিতির গঠন গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়। প্রতি বছরের অডিট নিয়মিত হয়। যা লাভ হয় তার ৬০ শতাংশ ধীবর সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ৪০ শতাংশ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে। যা দিয়ে অফিস খরচ, জলকর, দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা বা ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করা হয়।

মহিলা প্রধান পরিবারগুলো সমিতির কছে যে লাভবান বা সংসার চালাতে পারছেন, তা তাদের হাসিমুখ দেখলেই বোঝা যায়। অনেক মহিলা প্রধান পরিবার মূলত সমিতির থেকে মাছ কিনে কাছের বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। এছাড়া আর এক অন্য দুনিয়ার স্বপ্ন দেখে পীরগঞ্জ। আগামী প্রজন্মের হাতে খোলা আকাশের নিচে লেখা হয় স্বরবর্ণ। সমবায় সমিতি ধীবর পরিবারগুলির বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছে।

মরা মহানন্দা ও মহানন্দা পুলের উপর সুইস গেট-এর উত্তর দিকে মহাপুর, মহারাজনগর। এদেরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে একটা বড় বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ক্যানেল দিয়ে জল পাস হওয়ার সময় পুকুরের মাছও নদীতে আসে। ধীবরেরা পঞ্চায়েত থেকে তা লিজ নিয়ে অতিরিক্ত কিছু রোজগারের মুখও দেখতে পান।

আশ্বিন মাসের দিকে জল তলায় চলে গেলে নদীর ধারে সরিষা, খেসারি ইত্যাদি ফসল চাষ করে বা পলি পড়া জমিতে ধান চাষ করেও ধীবরেরা কিছু উপার্জন করেন। ১৯৯৫-এ ধীবর পরিবারের বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে দিদিমনিদ্বারা নন ফরম্যাল স্কুল চালু করা হয়। বাচ্চাদের অভিভাবকদের দিয়ে পুষ্টি বাগানের কাজ করা হয়েছে। ৬০ শতাংশ পরিবারে সবজি বাগান খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে। এখন পীরগঞ্জের ধীবর পরিবারগুলো ঘুরে দেখলে প্রতিটি পরিবারেই সবজি বাগানের দেখা মেলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে বাগানে পেঁপে, কুমড়ো, ওল, ডাঁটা, পালংসহ আরও নানা সবজির দেখা মিলবে। তাঁরা নিজেদের বীজ নিজেরাই রাখেন। নিজেদের প্রয়োজনে যে সবজি লাগে, তার অতিরিক্ত কাছের বাজারে নিয়ে যান তাঁরা। আর এসব কিছুরই সাক্ষী হয়ে রয়েছে গোটা পীরগঞ্জ।

*— অনুলিখন: মিঠু মল্লিক, সৌজন্যে: 'সার্ভিস সেন্টার', কলকাতা*